দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

দরিদ্রদের শিক্ষার সুযোগ দান

সক্রেটিস আপনার শিক্ষক হলে বই-পুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড বা শিক্ষার আর কোন উপকরণ ছাড়াই বৃক্ষতলে বসে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু শিক্ষক যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হন, শ্রেণীকক্ষ হয় গাদাগাদি এবং বিষয়বস্তু হয় আপনার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, তাহলে কাগজ, কলম ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব নিশ্চয়ই আপনার প্রয়োজনীয় কিছু শিখার সুযোগ কমিয়ে দেবে।

বিশ্বের দরিদ্রতম চৌদ্দটি দেশ বাংলাদেশ, বেনিন, ভুটান, বুরকিনা ফাসো, কেপ ভার্দে, বিষুবীয় গিনি, ইথিওপিয়া, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, নেপাল, তাঞ্জানিয়া, টোগো, উগান্ডা ও জাম্বিয়ায় ইউনেস্কো ও ইউনিসেফের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি দিশারি জরিপ চালানো হয়। প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা শীর্ষক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে পরিচালিত এই দিশারি জরিপে প্রাথমিক স্কুলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্ধেক সংখ্যক দেশে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রেণীকক্ষে পাঁচজনের মধ্যে মাত্র দু'জনের বসার ব্যবস্থা আছে; অর্ধেক ছাত্রছাত্রীর পাঠ্যবই নেই এবং শিক্ষকদের সচরাচর এক বিশালায়তন শ্রেণী সামলাতে হয় (বাংলাদেশে শিক্ষক প্রতি ছাত্রছাত্রীর গড় সংখ্যা ষাট-সত্তর এবং বিষুবীয় গিনিতে শিক্ষক প্রতি ছাত্রছাত্রী প্রায় নব্বই)।

১৯৯০ সালের পর এই চৌদ্দটি দেশে ছেলেমেয়ের ভর্তির হার শতকরা ৬-৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আজকে অধিকাংশ দেশেই স্কুল বয়সী শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ ছেলে-মেয়ে এখনো ভর্তি হয়নি। ক্যামেরুনে সাম্প্রতিক এক শিক্ষা সেমিনারে বুরকিনা ফাসোর শিক্ষা পরিকল্পনা পরিচালক জোসেপ ইসা ডায়ালো বলেছেন, "২ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, তার অর্ধেক মাত্র নির্মিত হয়েছে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা উপকরণের জন্য কোন তহবিল নেই।"

অবনতিশীল অবস্থা

হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক শিক্ষার অধ্যাপক ও জরিপের অন্যতম প্রণেতা Neville Postlethwaite বলেছেন, "পাঠ্যবই, শ্রেণীকক্ষ বা গ্রন্থাগারের কথা নাইবা বললাম, কিন্তু কোন কোন স্কুলে আপনি যখন দেখবেন যে পাইপে পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম বা ক্যান্টিন নেই, তখন তা বেদনাদায়ক বৈকি।"

প্রাথমিক স্কুলের যেসব ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সেগুলোর কথা উল্লেখ করা ছাড়াও কোন কোন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাতে পারে এমন কিছু বিষয়ের ওপরও জরিপে আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষকের অনুপস্থিতির প্রবণতা একটা বড় সমস্যা। জরিপের আওতাধীন অর্ধেকের বেশি দেশে সপ্তাহে শতকরা ১০ ভাগের বেশি শিক্ষক দুই বা ততোধিক দিন অনুপস্থিত থাকেন। কম বেতন, কখনো কখনো তা এক মাস বা তার চেয়ে বিলম্বে পরিশোধের কারণে শিক্ষকরা প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি চাকরি করতে বাধ্য হন।

Postlethwaite বলেছেন, "এসব বিষয় মানুষকে বিমুখ করে। কোন কোন দেশে শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন দেশে সে ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এসব বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে।"

ভাষাগত প্রতিবন্ধকও ছাত্র-শিক্ষকের জন্য পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। (বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, মালদ্বীপ ও নেপাল ছাড়া) বেশির ভাগ দেশে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েকে বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়। আর বেশির ভাগ বাড়িতেই যেকোন ভাষায় বই পুস্তক বা পত্রপত্রিকা রাখা হয় সামান্য বা আদৌ রাখা হয় না।

অনেক ছাত্র প্রাথমিক স্কুলে এক বা একাধিক শ্রেণী থেকে একবারে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ ধরনের ঘটনা পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বেশি। সেখানে দশজনের মধ্যে একজন ছাত্র পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। জরিপের আওতাধীন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশে স্কুলে ভর্তি হওয়া শতকরা ৬০ ভাগের বেশি ছাত্রছাত্রী শেষ শ্রেণী পর্যন্ত যেতে পারে না।

অশুভ চক্র

Postlethwaite বলেছেন, বিদ্যমান-তার নিম্নহার কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। "ছাত্রছাত্রীরা কি মনে করে যে তারা পড়াশোনা করছে; তাদের কি আর দশজন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বইপত্র নিতে হয়; তারা কি বারংবার অনুত্তীর্ণ থাকবে এবং শিক্ষার ভিত্তিতে তারা কি একটা চাকরি পাবে? এসব কারণে ছেলেমেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।"

যেকোন মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকে স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিবেশের উপযোগী করে নিতে হবে। বেনিনের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালক মোহাম্মদ জাকুত বলেছেন, "পিতামাতা ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ এবং স্কুলের অর্থায়নের বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের পন্থায় সমাজকে জড়িত হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নতুন নতুন পদ্ধতি চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।"

ইউনিসেফের উর্ধ্বতন শিক্ষা উপদেষ্টা রোসা-মারিয়া বলেছেন, "শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্রতম দেশগুলোতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সাফল্য অর্জনের হার কম হবার মধ্য বিস্ময়ের কিছু নেই।" তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, দরিদ্রদের খারাপ শিক্ষা দিয়ে আপনি কেবল অশুভ চক্রটাকেই জোরদার করছেন এবং দরিদ্র হচ্ছে আরো দরিদ্র। বস্তুতপক্ষে সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে যাঁরা আছে তাদেরই শিক্ষার সবচেয়ে ভালো পরিবেশের প্রয়োজন।

ইউনেস্কোর মৌলিক শিক্ষা বিভাগের Dieter.Berstecher বলেছেন, "এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্র সত্ত্বেও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ছেলেমেয়ে ও তাদের পিতামাতা শিক্ষায় বিশ্বাসী এবং তাকে কদর দেয়। ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, সব সমস্যা সত্ত্বেও আফ্রিকার অর্ধেকের বেশি দেশ প্রকৃতপক্ষে ভর্তির হার বৃদ্ধি করেছে।"